মসজিদের বিধানাবলী

(আপডেট ও নতুনসব গবেষণাসহ বর্ধিত ও নতুন সংস্করণ)

মসজিদের বিধানাবলী

(আপডেট ও নতুনসব গবেষণাসহ বর্ধিত ও নতুন সংস্করণ)

মুফতী মোঃ আব্দুল্লাহ

গ্র্যান্ড মুফতী : ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
বায়তুল মোকাররম, ঢাকা

তাম্রলিপি

মসজিদের বিধানাবলী
মুফতী মোঃ আব্দুল্লাহ

গ্রন্থস্বত্ব : প্রকাশক

তাম্রলিপি : ৮২১

প্রকাশক
এ কে এম তারিকুল ইসলাম রনি
তাম্রলিপি

প্রচ্ছদ
চয়ন বাঙালি

বর্ণবিন্যাস
তাম্রলিপি কম্পিউটার

মুদ্রণ
ইন্টারনেট প্রিন্টিং প্রেস
সূত্রাপুর, ঢাকা

Mosjider Bidhanabali
By : Mufti Muhammad Abdullah.

ISBN : 978-984-98892-8-1

সূচিপত্র

* প্রকাশকের কথা ৫
* অভিমত-১ ৮
* অভিমত-২ ৯
* ভূমিকা/মুখবন্ধ ১১
১. মসজিদের ফযীলত ১৭
২. মসজিদ দুনিয়ার সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ঘর ১৯
৩. মসজিদের প্রতিবেশীর মর্যাদা ২০
৪. মসদিজ নির্মাণের ফযীলত বা সাওয়াব ২১
৫. গৃহাভ্যন্তরীণ মসজিদ ২২
৬. মসজিদে প্রয়োজনাতিরিক্ত জাঁকজমক বা আড়ম্বরতার বিধান ২৩
৭. মসজিদসমূহের স্তরভেদ ২৪
৮. মসজিদ পরিষ্কারের বর্ণনা ২৫
৯. মসজিদে সুগন্ধি ব্যবহার করা সুন্নাত ২৯
১০. মসজিদের দিকে যাবার আদব ও তার সওয়াব ৩০
১১. একটি ঘটনা ৩২
১২. কয়েকটি জরুরি মাস্‌আলা ৩৩
সেসব কর্মকাণ্ডের বর্ণনা যেগুলো মসজিদে না জায়িয বা মাক্‌রূহ্‌ ৩৪
১৩. মসজিদে দুনিয়াবী-কথাবার্তা বলা ৩৮
১৪. একটি ঘটনা ৪০
১৫. আরো কয়েকটি জরুরি বিধান ৪১
১৬. মসজিদের আরো কয়েকটি বিশেষ বিধান ৪৩
১৭. 'মসজিদে-যিরার' বা ষড়যন্ত্রমূলক মসজিদ কাকে বলে? তার বিধান কি? ৪৬
১৮. কয়েকটি জরুরি বিধান ৪৭
১৯. জুমু'আ-দিবসে ইমামের বাহ্যিক পরিপটি ৪৯
২০. খুতবা ও ভাষণের প্রকৃতি ৫০
২১. প্রচার-প্রসারের গুরুত্ব ৫০
২২. শ্রোতাদের প্রতি লক্ষ্য ৫৫
২৩. আরবি ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় খুতবা প্রদান ৫৫
২৪. খুতবার অঙ্গ বা রোকন ও আদবসমূহ ৫৭
২৫. জুমু'আর খুতবা আরবী ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় বৈধ হবে না ৬০
২৬. শ্রোতারা না বুঝলে, আরবীতে পড়ে লাভ কি? ৬৬

২৭. ভাষার প্রভাব সমাজ, চরিত্র ও ধর্মের উপর অপরিসীম ৬৯
২৮. পাক-বাংলা ও ভারতীয় উপমহাদেশে ইংরেজী ভাষার প্রচলন ও তার রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ৭০
২৯. আরবী ভাষার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য ৭১
৩০. নামায, আযান খুৎবা ইত্যাদি আরবী ভাষাতেই সীমিত রাখা ইসলামের ৭৩
৩১. জুমু'আর খুতবায় রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বহিঃপ্রকাশ ৭৩
৩২. আরবী ভাষার অনন্য-বৈশিষ্ট্য এবং কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকের স্বীকারোক্তি ৭৪
৩৩. জুমু'আ এবং দু'ঈদের খুতবার পার্থক্য ৭৬
৩৪. জুমু'আর বিধানাবলীর সার-সংক্ষেপ ৭৭
৩৫. ইমাম কেমন হওয়া চাই ৭৮
৩৬. ইমাম নির্বাচন ৭৯
৩৭. ইমামের জন্য ফিক্বাহ্‌বিশেষজ্ঞ হওয়া জরুরি ৮০
৩৮. সাহাবা যুগে ইমাম পদবীর গুরুত্ব ৮১
৩৯. ইমাম আহ্‌মদ ইবন হাম্বল এবং ইমাম নির্বাচন ৮২
৪০. স্বয়ং ইমামের যোগ্যতা ও করণীয় ৮৩
৪১. 'ফাসিক' ব্যক্তির ইমামতি ৮৫
৪২. কবীরা গুণাহ্‌সমূহের সংক্ষিপ্ত তালিকা ৯০
৪৩. বর্তমান-শতাব্দী এবং ইমামতি ৯২
৪৪. ইমামের কার্যাবলী ৯৩
৪৫. সফ বা কাতার পর্যবেক্ষণ ৯৪
৪৬. হযরত উমর ফারুক্ব (রাঃ)-এর গুরুত্বদান ৯৫
৪৭. মুক্তাদীদের প্রতি লক্ষ্য ৯৬
৪৮. অনতিদীর্ঘ কিরাআতের অর্থ ৯৮
৪৯. প্রিয়নবী (সাঃ) কর্তৃক পঠিত চার্ট ৯৯
৫০. ইমামের সন্নিকটে ১০০
৫১. ইমামের অধিক নিকটে কারা দাঁড়াবে? ১০১
৫২. আযানের প্রয়োজনীয়তা ১০১
৫৩. আযানের পদ্ধতি ও ইতিহাস ১০২
৫৪. আযানের তাৎপর্য ১০৪
৫৫. আযান ধর্মীয়-পরিচিতি বহনকারী জাতীয় বৈশিষ্ট্য ১০৬
৫৬. মুয়াজ্জিনের মর্যাদা ১০৭
৫৭. আযানের বিনিময় ১০৮

৫৮. বর্তমান যুগে আযান ১১১
৫৯. আযানের জবাবদান ১১২
৬০. আযান-পরবর্তী দোয়া ১১২
৬১. কয়েকটি অতি জরুরি জ্ঞাতব্য ১১৩
৬২. আযানের জরুরি আদবসমূহ ১১৪
৬৩. আযানের পূর্বে দুরূদ পড়া প্রসঙ্গ ১১৭
৬৪. জরুরি জ্ঞাতব্য: বৈধ-অবৈধ স্থিরীকরণে আইনী নীতিমালা ১১৯
৬৫. উম্মত কোন্ ক্ষেত্রে কার ফাতওয়া বা গবেষণা মতে আমল করবেন? ১২০
৬৬. মসজিদের খিদমত ১২৩
৬৭. মসজিদ নির্মাণের প্রতিদান ১২৫
৬৮. মসজিদ নির্মার্ণে সামর্থ্যনুযায়ী অংশগ্রহণ ১২৬
৬৯. মসজিদের আনুষঙ্গিক ব্যবস্থাপনা ১২৮
৭০. অশুদ্ধ নিয়্যাতে মসজিদ নির্মাণ ১২৮
৭১. নির্মাতা বা দাতার নাম উৎকীর্ণ করা ১২৯
৭২. অবৈধ মাল-দ্বারা নির্মিত মসজিদ ১৩১
৭৩. পতিতা-বৃত্তির উপার্জন দ্বারা মসজিদ নির্মাণ ১৩২
৭৪. অবৈধ মাল দ্বারা নির্মিত মসজিদ কী করতে হবে ১৩৩
৭৫. মসজিদের স্থান নির্ধারণ ১৩৫
৭৬. ওয়াকফ করার পর মসজিদের অবস্থান ১৩৬
৭৭. নির্মিত মসজিদকে প্রশস্তকরণ ১৩৮
৭৮. মসজিদ পুনর্নির্মাণ ১৩৯
৭৯. দুর্ঘটনা দুর্বিপাক ১৪০
৮০. যেসব আসবাবপত্রের প্রয়োজনীয়তা অবশিষ্ট নেই ১৪১
৮১. ওয়াকফ এবং তত্ত্বাবধান ১৪৩
৮২. মুতাওয়াল্লী বা তত্ত্বাবধায়কের গুণাবলী ১৪৫
৮৩. মুতাওয়াল্লীর করণীয় এবং ক্ষমতার পরিধি ১৪৬
৮৪. এতদসংক্রান্ত অত্যন্ত জরুরি কয়েকটি বিধান ১৪৬
৮৫. বর্তমান যুগে মুতাওয়াল্লী ১৪৯
পরিশিষ্ট (১) : সর্বমোট আরো ১৯৫টি জরুরি বিধান সম্বলিত 'বিবিধ আইন-বিধান' ১৫৩
পরিশিষ্ট (২): কয়েকটি (১৫) গুরুত্বপূর্ণ আপডেট ফাতওয়া: ১৮৬
(১). নামায-রোযায় অনভ্যস্ত, জামাতে নামায পরিত্যাগকারী এবং দাড়ি কর্তনকারী ব্যক্তিবর্গকে, শুধু মালদার এবং সম্পদশালী হওয়ার সুবাদে মসজিদের মুতাওয়াল্লী বা কমিটির সদস্য নিযুক্তি কতটুকু ঠিক? ১৮৬

(২). 'অযোগ্য মুতাওয়াল্লী এবং ব্যবস্থাপকগণ নিজ অধীনস্থ কর্মরত আলেম/ইমাম বা নায়েবে নবীদের নিজের কর্মচারী বা চাকরের মতো মনে করে' প্রসঙ্গ১৮৯
(৩). মসজিদে জুমু'আর বয়ান-খুতবা ভিডিও বা লাইভকরণ, ছবি-সাউন্ডবক্স ও সিসিটিভি, নেটে মক্কা-মদীনার লাইভ শোনা- ইত্যাদির সর্বশেষ আপডেট গবেষণা-বিধান ১৯৪
(৪). জুমু'আর মসজিদের উপরে ফ্যামিলি বসবাস ও ভাড়াদান প্রসঙ্গ ২০৪
(৫). মাস্টারপ্ল্যান অনুযায়ী নতুন স্থানে মসজিদ নির্মাণ ও পুরাতন মসজিদের স্থান অফিস-কাজে ব্যবহারের বিষয়ে মতামতদান প্রসঙ্গে। ২০৫
(৬). ব্যক্তিগত উদ্যোগে নির্মিত ৯য় তলা ভবনের ২য় তলাটি পুরোপুরি সংরক্ষিত করে মসজিদ হিসাবে ওয়াক্তিয়া ও জুমু'আ নামায সহীহ হবে কি না? ২০৬
(৭). মসজিদের দোতলায় নূরানী, নাজেরা ও হিফয মাদরাসা চালু করা প্রসঙ্গ২০৮
(৮). নতুন ও পুরাতন দু'টি মসজিদের মধ্যে কোন্টি বহাল রাখা হবে? প্রসঙ্গ ২১০
(৯). ১) "দীর্ঘদিনের পুরাতন মসজিদটির যাতায়াতের রাস্তা দূর্গম হওয়ায়, তার স্থান পরিবর্তন, ২১২
২) একই গ্রামের রাস্তার পাশের একখন্ড জমি যা পারিবারিক কবরস্থানের জন্যে এক ব্যক্তি ওয়াকফ করে গেছেন –যিনি মারা গেছেন– ওই জমিতে মসজিদ নির্মাণ করা যাবে কি না?" ২১৩
(১০). 'পাঞ্জেগানা মসজিদটিকে জামে মসজিদে পরিণত করা' প্রসঙ্গ ২১৫
(১১). মহিলা জামাত তথা মসজিদে নারীদের জামাতে নামায আদায় প্রসঙ্গ। ২১৬
(১২). সরকারী পতিত ভূমি বা স্থানে বিনা অনুমোদনে মসজিদ স্থাপন এবং খাস দখলকৃত স্থানে স্থাপিত মসজিদ ইত্যাদি সম্পর্কে ধর্মীয় নির্দেশনা বা বিধি-বিধান কি? ২১৯
(১৩). 'নতুন মসজিদ তৈরি সম্পর্কে ইসলামী দৃষ্টিকোণ্ থেকে নীতিমালা প্রদান' প্রসঙ্গ ২২২
(১৪). 'মসজিদের নগদ জমা ষোল লক্ষ টাকা কোনো ব্যাংকে (ঋউজ) জমা রেখে লাভ নিয়ে পরবর্তিতে তা মসজিদে খরচ করা যাবে কি না?' ২২৪
(১৫). 'অনতিদূরে আরেকটি মসজিদ হওয়াতে, মসজিদ ভেঙ্গে মাদরাসা নির্মাণ' –প্রসঙ্গ ২২৭
পরিশিষ্ট (৩): ওয়ায-নসীহতে সুর ২২৯
পরিশিষ্ট (৪): (এক): খতমে তারাবীহ্ বনাম ইবাদতে মজুরী (সাবেক গবেষণা)২৩৫
পরিশিষ্ট (৪): (দুই): তারাবীহ্ সালাতের হাদিয়া (আপডেট গবেষণা) ২৫১
গ্রন্থপঞ্জিকা ২৬৫
লেখক কর্তৃক সংকলিত, অনূদিত, গবেষণালব্ধ বইসমূহ ২৬৮

(১) মসজিদের ফযীলত

আমি এখানে সর্বপ্রথম মসজিদের ফজিলত সম্পর্কিত কয়েকটি হাদীস পেশ করছি :

১। হাদীস শরীফে এসেছে 'নিশ্চয় পৃথিবীর বুকে মসজিদসমূহ আল্লাহ তায়ালার ঘরস্বরূপ। আল্লাহ পাক ওই ব্যক্তির মেহমানদারির দায়িত্ব নিয়েছেন যে তাঁর সাথে সাক্ষাতের জন্য তাঁর ঘরে যাবে' (মু'জাম কবীর ও তাবরানী)।

যেহেতু মসজিদ আল্লাহ তায়ালার ঘর তাই মসজিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মানেই স্বয়ং আল্লাহ তায়ালার প্রতি সম্মান প্রদর্শন। আর মসজিদের সাথে বেআদবি করা মানেই আল্লাহ তায়ালার সাথে বেআদবি করা। আল্লাহ পাক আমাদেরকে হিফাযত করুন!

আমরা উক্ত হাদীস থেকে বুঝতে পারলাম যে, মসজিদ হচ্ছে আল্লাহ পাকের গৃহ! তাই বলে তার অর্থ এই নয় যে, মহা পবিত্র সেই সত্তা মসজিদের চার দেয়ালের অভ্যন্তরে বসে আছেন–যেমনিভাবে আমরা আমাদের গৃহে বসে থাকি। বরং তার উদাহরণটি এ রকমভাবে বুঝতে হবে–যেমন নাকি সূর্যের বিপরীতে আয়না রাখা হলে সেই আয়না স্বয়ং ঝলমল করে ওঠে এবং অন্যান্য জিনিসকেও আলোকিত করে তোলে অথচ এত বড় সূর্য যা পৃথিবীর তুলনায় লক্ষ লক্ষ গুণ বড় তা কি একটি আয়নার মধ্যে এসে যাওয়া বা তার সংকুলান হয়ে যাওয়া সম্ভব? মোটেও না। অনুরূপভাবে কোনো উদাহরণ-উপমা ব্যতীতই আল্লাহ পাকের বিশেষ জ্যোতি বা করুণার দৃষ্টি উক্ত মসজিদসমূহে বর্ষে থাকে। যার মধ্যে নিহিত থাকে করুণাময়ের অসীম রহমত-হিদায়াতের আলোকবর্তিকা। যার আলোকরশ্মি অবশ্যই আগন্তুকদের প্রতি বর্ষিত হয়ে থাকে। তাদের ভাগ্য সুপ্রশস্ত হয়ে থাকে, হিদায়াতের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়।

(২) আরেকটি হাদীসে হুযুর (সা.) ইরশাদ করেন, 'মসজিদসমূহ পরকালের বাজারস্বরূপ। যারা মসজিদে ঢুকে পড়ল তারা আল্লাহ পাকের মেহমান হয়ে গেল। আল্লাহ পাকের তরফ থেকে তাদেরকে মেহমানদারিস্বরূপ ক্ষমা করে দেওয়া হয় এবং হাদিয়াস্বরূপ ইজ্জত ও সম্মান প্রদান করা হয়' (মুস্তাদরাকে হাকিম/হযরত আবু দারদা (রা.)।

(৩) হযরত আবু হুরাইরাহ (রা.) বর্ণনা করেন যে হুযুর (স.) ইরশাদ করেছেন, 'যখন তোমরা বেহেশতের বাগানে বিচরণ করো, তখন তার ফল ভোগ করো। কেউ আরজ করল, হে আল্লাহর রাসূল! বেহেশতের বাগান বলতে কী বোঝায়? প্রিয় নবীজী (স.) উত্তরে বললেন : বেহেশতের বাগান হচ্ছে মসজিদসমূহ। আবার জিজ্ঞাসা করা হলো, হে আল্লাহর রাসূল! ফল ভোগ করা মানে কী? তদুত্তরে প্রিয়নবী (স.) বললেন, 'সুবহানাল্লাহ, আল-হামদুলিল্লাহ ওয়া লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু আল্লাহু আকবার পাঠ করা।'

(৪) হযরত আবু উমামাহ (রা.) হতে একটি দীর্ঘ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, 'আল্লাহ পাকের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় স্থান হচ্ছে মসজিদ। আর সর্বনিকৃষ্ট স্থান হচ্ছে বাজার।'

এর কারণ সম্ভবত এটাই যে, এই জগৎকে সৃষ্টির উদ্দেশ্যই হচ্ছে এখানে আল্লাহ পাকের ইবাদত, যিকির এবং তাঁর গুণগান করা হবে। তাই উক্ত উদ্দেশ্য যেহেতু সবচেয়ে বেশি মসজিদসমূহে পাওয়া যায় বা পালিত হয় তাই মসজিদকে সবচেয়ে বেশি প্রিয় এবং বাজারসমূহে যেহেতু জাগতিক কাজ-কারবারের আধিক্যের দরুন, উক্ত উদ্দেশ্য ব্যাহত হয়, তাই বাজারসমূহকে মন্দস্থান হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

কিন্তু বাজার হই-হুল্লা, হট্টগোল, ধোঁকা-প্রতারণা, আল্লাহবিমুখতার স্থান হওয়া সত্ত্বেও যদি কেউ আল্লাহ তায়ালাকে স্মরণ রাখতে সক্ষম হয় তবে তাতেও বিরাট সওয়াব এবং ফযীলত রয়েছে, যেমন নাকি সাহাবাদের আমল ছিল। তাঁরা হাট-বাজার করতেন, ব্যবসা-বাণিজ্য করতেন বটে, কিন্তু ব্যবসা-বাণিজ্য বা হাট-বাজার তাঁদেরকে আল্লাহর স্মরণবিমুখ করতে পারত না। আযানের আওয়াজ শোনামাত্র তাঁদের দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যেত। কোনো কাজের জন্য হয়তোবা কুড়াল বা হাতুড়ি মাথার উপর উঠিয়েছেন, কিন্তু আযানের শব্দ শোনামাত্র উক্ত হাতুড়ি বা কুড়াল পেছনের দিকে ছেড়ে দিয়েছেন, সামনের দিকে উদ্দিষ্ট বস্তুতে মারেননি। তাই তাঁদের প্রশংসা করতে গিয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 'তাঁরা এমন লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে এবং যাকাত প্রদান করা থেকে বিরত রাখে না' (সূরা আন্-নূর, ৩৭ নং আয়াত)।

তা ছাড়া বাজার যেহেতু আল্লাহবিমুখতা এবং ফিতনা-ফাসাদের স্থান তাই সুন্নত হচ্ছে বাজারে গমনপূর্বক নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করা–

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوْتُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

'বাজারে গিয়ে উক্ত দোয়া পাঠ করলে, এক লক্ষ নেকি/ সাওয়াব দান করা হয়, এক লক্ষ গুনাহ ক্ষমা করে দেওয়া হয়, বেহেশতে তাঁর এক লক্ষ গুণ মর্যাদা বৃদ্ধি করে দেওয়া হয় এবং বেহেশতে তার জন্য একটি ঘর নির্মাণ করা হয়' (তিরমিযী ও ইবনে মাজাহ)।

তাই কোনো কোনো সাহাবী সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তাঁরা শুধু উক্ত কলেমা পাঠ করে বিরাট সওয়াব অর্জনের জন্য বাজারে যেতেন। সুবহানাল্লাহ! কত উঁচু স্তরের তাকওয়া ও পরহেজগারি ছিল সাহাবাদের। তাঁরা বাজারের মতো অবহেলা, উদাসীনতা, আল্লাহবিমুখতা ও নিরেট জাগতিক ধান্দার স্থানকেও মসজিদের মতো ইবাদতের স্থানে পরিণত করে ফেলতে তৎপর ছিলেন। আর আমরা? আমাদের পাপ-পঙ্কিলতা, সীমা লঙ্ঘন, আল্লাহবিমুখতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে যে, আমরা বর্তমানে মসজিদগুলোকেও বাজারে পরিণত করে ফেলেছি। জাগতিক হিসাব-কিতাব, ঝগড়া-ফাসাদ, বাগবিতণ্ডা ইত্যাদির কেন্দ্র মসজিদকে বানিয়ে সওয়াব বা পুণ্য প্রাপ্তির পরিবর্তে গুনাহ মাথায় নিয়ে এবং পূর্ব-সঞ্চিত পুণ্য হারিয়ে মসজিদ থেকে বেরিয়ে আসছি। কেননা, শায়খ ইবনে হুমাম (রহ.) 'ফতহুল কাদীর' নামক গ্রন্থে লিখেন, 'মসজিদে জাগতিক/দুনিয়াবি আলাপ-আলোচনা, নেকিসমূহকে তেমনি বিনাশ করে দেয়; যেমন চতুষ্পদ জন্তু ঘাস খেয়ে পরিষ্কার করে দেয়।'

(২) মসজিদ দুনিয়ার সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ ঘর

এই নশ্বর জগতের সর্বপ্রথম ঘর হচ্ছে পবিত্র মসজিদ। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন, 'নিঃসন্দেহে সর্বপ্রথম গৃহ যা মানব জাতির জন্য নির্মিত হয়েছে, তা হচ্ছে এই ঘর যা মক্কায় অবস্থিত এবং সারা জাহানের জন্য হিদায়েত ও বরকতময়' (আলে-ইমরান, ৯৬ নং আয়াত)।

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُّضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِيْ بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَّهُدًى لِّلْعَالَمِيْنَ .

কোনো কোনো তাফসিরবিশারদগণ বর্ণনা করেছেন যে, ভূমণ্ডলের সৃষ্টির সূচনা হয়েছে উক্ত কাবাগৃহ থেকে। এ থেকে অনুমিত হচ্ছে যে, পৃথিবীর সর্বপ্রথম ঘরই হচ্ছে 'বাইতুল্লাহ শরীফ'। যা শুধু একটি মসজিদই নয়, বরং দুনিয়ার সকল মসজিদের প্রাণকেন্দ্র। তা ছাড়া মসজিদসমূহই যে সর্বশেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে তা একটি হাদীস দ্বারা বোঝা যায়। 'মুন্তাখাব', 'কানযুল উম্মাল' গ্রন্থে 'আওসাতে তাবরানী' নামক গ্রন্থ থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, প্রিয় নবীজী (সা.) ইরশাদ করেন, কিয়ামত দিবসে মসজিদসমূহ ছাড়া সম্পূর্ণ ভূ-ভাগই নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে।

تَذْهَبُ الْاَرْضُوْنَ كُلُّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا الْمَسَاجِدَ فَإِنَّهَا يَنْضَمُّ بَعْضُهَا إِلٰى بَعْضٍ الخ.

একমাত্র মসজিদগুলো অবশিষ্ট থাকবে। অতঃপর সবগুলো একত্রিত হয়ে মসজিদে হারাম তথা কা'বা শরীফের সাথে সংযুক্ত হয়ে যাবে। কেননা উক্ত কাবাগৃহই সকল মসজিদের আসল বা কেন্দ্র। অন্য হাদীসে রয়েছে যে, সবগুলো মসজিদ একত্র হয়ে বেহেশতের সাথে মিশে একাকার হয়ে যাবে। সুবহানাল্লাহ!

(৩) মসজিদের প্রতিবেশীর মর্যাদা

হাদীস শরীফে এসেছে, প্রিয়নবী (সা.) ইরশাদ করেন, 'যাদের আবাসস্থল মসজিদের নিকটবর্তী, তাদের ফযীলত দূরবর্তীদের তুলনায় এমন–যেমন বিজয়ী যোদ্ধা এবং শুধু যোদ্ধা অর্থাৎ যাদের গৃহ মসজিদের কাছে, তারা মর্যাদার বিবেচনায় গাজি-মুজাহিদের মতো। আর যাদের ঘর-বাড়ি মসজিদ থেকে দূরে, তারা মর্যাদার বিবেচনায় শুধু মুজাহিদের মতো' (মুসলিম, আবু হুরাইরাহ রা. সূত্রে এবং তাবরানী : জুবাইর-বিন-মুঈম থেকে)। কিন্তু তার অর্থ এটা নয় যে, যাদের বাড়ি-ঘর মসজিদ থেকে দূরে অবস্থিত তারা তা ছেড়ে দিবে এবং মসজিদের নিকটস্থ হওয়ার প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হবে। তাই যখন প্রিয় নবীজী (স.) এর খিদমতে, উক্ত সমস্যা উপস্থিত হলো তখন তিনি দূরবর্তীদের নির্দেশ দিলেন : 'তোমরা তোমাদের বাড়ি-ঘরেই থাক। কারণ, তোমরা যত বেশি দূর থেকে মসজিদপানে হেঁটে আসবে, তত বেশি সওয়াব প্রাপ্ত হবে।'

ঘটনায় প্রকাশ, একসময় মসজিদে নববীর কাছে এক খণ্ড জমিন খালি পড়ে ছিল তখন 'বনু সালমা' গোত্রের লোকজন (যাদের বাড়ি-ঘর মসজিদ থেকে দূরে ছিল) অধিক সওয়াবের আশায় তা খরিদ করে সেখানে বাড়ি-ঘর বানাতে মনস্থ করল। প্রিয়নবী (স.) যখন উক্ত সংবাদ পেলেন, তাদের ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা নাকি এখানে ঘর-বাড়ি নির্মাণে মনস্থ করেছ? তদুত্তরে তারা তা স্বীকার করল। মহানবী (স.)তাদের বললেন, 'হে বনু সালমা! তোমরা তোমাদের সাবেক বাড়ি-ঘরেই থাক। কারণ, তোমরা যখন দূর থেকে হেঁটে আসবে তখন তোমাদের কদম সংখ্যা যত বেশি হবে তত বেশি পুণ্য অর্জন করতে পারবে'।

মোটকথা, যাদের বাড়ি-ঘর মসজিদের কাছে অবস্থিত তারা যেন তার শুকরিয়া-কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে উক্ত মর্যাদা দান করেছেন। আর যাদের বাড়ি-ঘর দূরে অবস্থিত তারা যেন তা ছেড়ে না দেয় বরং অন্য পন্থায় পুণ্যার্জনে তৎপর হয়। আর তা হচ্ছে অধিক কদম বা ঘন ঘন পা রেখে মসজিদে পৌঁছানো, যাতে পুণ্যের সংখ্যা বেড়ে যায়। সুবহানাল্লাহ!

(৪) মসজিদ নির্মাণের ফযীলত বা সওয়াব

বুখারী ও মুসলিম শরীফে হযরত উসমান গনী (রা.) থেকে হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, হুযুর (স.) ইরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি একমাত্র আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি নিমিত্ত মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ তায়ালা তার জন্য বেহেশতে একটি ঘর নির্মাণ করবেন।' তা ছাড়া মসজিদ নির্মাণ হচ্ছে একটি 'সদকায়ে জারিয়া' রূপ স্থায়ী আমল। তাই অনাগত ভবিষ্যতে যতদিন পর্যন্ত মানুষ উক্ত মসজিদে নামায পড়তে থাকবে নির্মাতাগণ জীবিত এবং মৃত উভয় অবস্থাতেই পুণ্য পেতে থাকবেন।

হাদীস শরীফে মসজিদ বানানোর আরো অনেক সওয়াব বা ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এটা আবার ঠিক নয় যে, অপ্রয়োজনেও শুধু মসজিদই বানাতে থাকব অথচ দান-দক্ষিণার বা ব্যয়ের অন্যান্য জরুরি খাত মজুদ রয়েছে, দুস্থ ও অসহায় বা দীনহীনভাবে পেরেশান অবস্থায় লোকজন কালাতিপাত করছে। যেমন আজকাল কোথাও কোথাও দেখা যায়, যখন কেউ কোনো দান-দক্ষিণা করতে চায়, জরুরি প্রয়োজন অনুপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও শুধু

মসজিদেই দান করতে চায়। অথচ নিয়ম হচ্ছে মানুষ প্রয়োজনীয়তার প্রতিও লক্ষ রাখবে এবং যেসব দান-খয়রাতের খাতে অধিক প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয় সেসব খাতে খরচ করবে। যেমন যদি দেখা যায় যে, শহরে মসজিদের প্রয়োজন নেই, কিন্তু গরিব ও ছিন্নমূল মানব সন্তানেরা বেশি অসহায় অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে, তখন গরিব-দুঃখীদের দান করাই শ্রেয় হবে। আর যদি দেখা যায় যে, মহল্লায় মসজিদ নেই তাহলে মসজিদে দান করাটাই উত্তম হবে। যদি দেখা যায়, কোনো শহরে তুলনামূলক দীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের বেশি অভাব বিরাজ করছে অর্থাৎ মাদরাসা-মকতবের প্রয়োজন, তখন সেক্ষেত্রে উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে দান করাটাই অধিক উত্তম বিবেচিত হবে। মোটকথা, দান খয়রাতের বেলায় সর্বপ্রথম লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে প্রয়োজন এবং 'সমস্যা'; অতঃপর দ্বিতীয় পর্যায়ে পুণ্য।

(৫) গৃহাভ্যন্তরীণ মসজিদ

সুন্নত পদ্ধতি হচ্ছে, স্বীয় গৃহের অভ্যন্তরেও নামায পড়ার জন্য একটি বিশেষ স্থান সুনির্দিষ্ট করে রাখা এবং পাক-পবিত্র রাখা, সুগন্ধি ইত্যাদির ব্যবস্থা রাখা। হাদীস শরীফে উত্তরূপ স্থানকে মসজিদ নামে (সাময়িক) উল্লেখ করা হয়েছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, 'প্রিয় নবীজী (স.) গৃহাভ্যন্তরে মসজিদ (নামাযের স্থান) বানানোর, তা পাক-সাফ রাখার এবং তাতে সুগন্ধি ব্যবহারেরও নির্দেশ দিয়েছেন' (আবু দাউদ ও তিরমিযী)। যদিও উক্ত গৃহাভ্যন্তরীণ নামাযের স্থানে, সর্বসাধারণের প্রবেশের ব্যাপক অনুমতি নেই বিধায়, সেগুলোকে নীতিগতভাবে পুরোপুরি মসজিদ হিসেবে গণ্য করা চলে না; তবুও প্রিয়নবী (স.) উরুরূপ নামাযের স্থানসমূহকেও মসজিদ নামে অভিহিত করছেন। মহিলারা যদি কখনো ই'তিকাফ করতে চান তবে এসব 'গৃহ-মসজিদে'ই করতে পারেন।

'খুলাসাতুল ফাতাওয়া' নামক শীর্ষস্থানীয় প্রামাণ্য গ্রন্থে আরো বর্ণিত হয়েছে যে, 'প্রত্যেক মুসলমানের জন্য মুস্তাহাব হচ্ছে, নিজ নিজ গৃহে উত্তরূপ একটি মসজিদ বানিয়ে রাখা যেখানে সুন্নত এবং নফল পড়া যেতে পারে। কিন্তু তা বিধিবিধানের বেলায় হুবহু মসজিদের মতো গণ্য হবে না। উদাহরণত মহিলারা মাসিক অবস্থায় উক্ত স্থানে প্রবেশ করতে পারবে। পক্ষান্তরে এ অবস্থায় প্রকৃত মসজিদে মহিলাদের প্রবেশ জায়েয নয়' (খুলাসাহ : খন্ড-১, ২২৭ পৃ.)।